একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Female Genital Mutilation (FGM): Patriarchy, Biopower, and Necropolitics — A Feminist Analysis

নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ (খৎনা): পিতৃতন্ত্র, বায়োপাওয়ার ও নেক্রোপলিটিক্স — একটি নারীবাদী বিশ্লেষণ

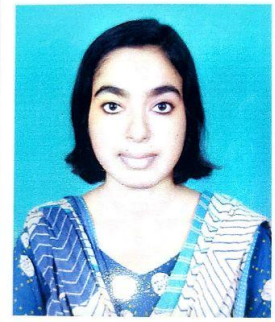

Name of the Author: **Sabnur Sanam Kamini**

Affiliation: **Research Scholar, Political Science Department, Diamond Harbour Women University, West Bengal, Kolkata**

Abstract: Female Genital Mutilation (FGM) is a social and religious practice in which part or all of the external female genitalia is partially or completely removed. In certain religious communities around the world, this ancient practice continues to persist as a cultural tradition. Various justifications are often put forward in its support, such as maintaining the cleanliness of the female genitalia, preserving good health, safeguarding virginity, preventing adultery, making women suitable for marriage, and creating sexual aesthetics. Among the many forms of gender-based violence inflicted upon women, this is one of the least discussed and remains largely unknown to many. A crucial question therefore arises— is FGM merely a religious ritual or a traditional cultural practice, or does it have a hidden alliance with patriarchal power discourse, through which women's sexuality is controlled through brutal and barbaric means? One of the central objectives of this research is to explore the answer to this question. Moving beyond conventional socio-economic analysis, this study seeks to reinterpret FGM through the theoretical frameworks of Biopower proposed by Michel Foucault, Necropolitics proposed by Achille Mbembe, and various strands of Feminist Theory. This research paper is primarily based on secondary data. Information has been collected from reports, research articles, anthropological accounts, and relevant books published by international organizations such as the World Health Organization (WHO), UNICEF, and the United Nations Population Fund (UNFPA). The study follows a qualitative research methodology, aiming to analyze the complex social, cultural, and political dimensions of FGM within a theoretical framework. Ultimately, this research challenges patriarchal biopower and calls for liberating women from the shadow of necro-tradition, advocating for the protection of their bodily integrity and fundamental human rights.

Keywords: FGM, Patriarchy, Biopower, Necropolitics, Feminist Theory, Human Rights, Dawoodi Bohra.

নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ (খৎনা): পিতৃতন্ত্র, বায়োপাওয়ার ও নেক্রোপলিটিক্স — একটি নারীবাদী বিশ্লেষণ

সাবনূর সনম কামিনী

শুরুর কথা:

সমাজে আবহমান পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষমতাভাষ্যে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার একটি হাতিয়ার হলো নারীর শরীর এবং নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করে অবদমিত রাখা। এই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাভাষ্যের নির্মাণে নারীর শরীর ও যৌনতা তার নিজের জন্য নয়, বরং পুরুষের ভোগের বিষয় এবং সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়ার অংশ। এজন্যই শিশুকাল থেকে নারীরা যৌনতাকে ভয় পেতে শেখে, উপভোগ করতে নয়। পুরুষ নিজের যৌনানন্দ লাভের জন্য নারীর শরীর এবং যৌনতাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করে, যৌনতা-কেন্দ্রিক সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে। আসলে এই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাভাষ্যের নির্মাণে দেখানো হয়, নারীর 'সেক্সুয়াল প্লেজার' ও 'পেইন'-এর যত ধারণা আছে, সবকিছু নির্ভর করবে পুরুষের ওপর। এভাবে নারীর দেহের নিয়ন্ত্রণ, যৌনতার নিয়ন্ত্রণ—সব চলে যায় পুরুষের হাতে। এই প্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য বজায় রাখার এক ধারালো হাতিয়ার হলো নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ (Female Genital Mutilation)। ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'আ গার্ল ফ্রম মোগাদিশু'-তে আমরা দেখতে পাই ইফরা আহমেদ নামের এক সোমালি তরুণীর জীবনের গল্প, যিনি শৈশবে নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণের (এফজিএম) শিকার হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আয়ারল্যান্ডে আশ্রয় নিয়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সক্রিয়কর্মী হয়ে ওঠেন (McGuckian)। ইফরার এই আত্মজৈবনিক কাহিনী শুধু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির গল্প নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার নগ্ন চিত্র, যেখানে এফজিএম প্রথার মাধ্যমে নারী শরীর হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণের প্রধান ক্ষেত্র।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, এফজিএম হল চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া নারীর বহিঃস্থ যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণ বা আংশিক কেটে বাদ দেওয়া বা নারী যৌনাঙ্গে অন্য কোনোভাবে আঘাত করা (World Health Organization, "Female Genital Mutilation")। ২০২৪ সালের ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে কমপক্ষে ২৩০ মিলিয়ন (২৩ কোটি) জীবিত নারী এই প্রথার শিকার হয়েছেন, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (United Nations Children's Fund, "Over 230 Million")। বিশ্বব্যাপী এফজিএম-এর প্রাদুর্ভাব প্রধানত পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত— যেমন সোমালিয়া, গিনি, জিবুতি, মিশর, সুদান, মালি, বুরকিনা ফাসো— পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও ইয়েমেন এবং এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে ("বেড়েছে নারীর খৎনা"; United Nations Children's Fund, Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern)। শুধু আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্য নয়, পশ্চিমা দেশগুলোতেও অভিবাসী

সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই প্রথার বিস্তার ঘটেছে। তবে এশিয়া মহাদেশে ভারতেও এই প্রথা প্রচলিত, বিশেষ করে দাউদি বোহরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে (UNICEF Data)। ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও কেরালার কিছু অংশে এই প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় (FGM/C Research Initiative; Drishti IAS)। দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের ৭৫% থেকে ৮০% নারী এই প্রথার শিকার হন, যা সাধারণত ছয় থেকে সাত বছর বয়সে সম্পন্ন করা হয় (FGM/C Research Initiative)।

এফজিএম-এর প্রকারভেদ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) নারীর যৌনাঙ্গ বিকৃতিকরণকে চারটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছে: টাইপ-১, টাইপ-২, টাইপ-৩, টাইপ-৪ (World Health Organization, "Female Genital Mutilation")।

টাইপ ১ (ক্লিটোরিডেক্টমি): এটি হল ক্লিটোরাল গ্লান্স (ক্লিটোরিসের বাইরের এবং দৃশ্যমান অংশ, যা নারীদের যৌনাঙ্গের একটি সংবেদনশীল অংশ) এবং/অথবা প্রিপিউস/ক্লিটোরাল হুড (ক্লিটোরাল গ্লান্সকে ঘিরে থাকা ত্বকের ভাঁজ) আংশিক বা সম্পূর্ণ কেটে বাদ দেওয়া। ভারতে প্রচলিত 'খাফদ' বা 'খৎনা' মূলত এই টাইপ-১-এর অন্তর্ভুক্ত (FGM/C Research Initiative)।

টাইপ ২ (এক্সিশন): এটি হল ক্লিটোরাল গ্লান্স এবং ল্যাবিয়া মাইনোরা (অভ্যন্তরীণ যোনি ওষ্ঠ) আংশিক বা সম্পূর্ণ অপসারণ। ল্যাবিয়া মাজোরা (বাইরের যোনি ওষ্ঠ) কেটে বাদ দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের এফজিএম-কে 'খাফদ'-ও বলে, আরবিতে যার অর্থ 'হ্রাস'।

টাইপ ৩ (ইনফিবুলেশন): টাইপ থ্রি হল অন্যতম বীভৎস পদ্ধতি। এতে ভগাঙ্কুর ও অভ্যন্তরীণ যোনি ওষ্ঠ সবটাই কেটে বাদ দিয়ে, মূত্র ও রজঃস্রাব নির্গমনের জন্য মাত্র ২ থেকে ৩ মিলিমিটার ব্যাসের সরু ফুটো রেখে, বহিঃস্থ যোনি ওষ্ঠ সেলাই করে জুড়ে পুরো যোনিমণ্ডল বন্ধ করে দেওয়া হয়। একেই 'ইনফিবুলেশন' বলে। গোটা বাংলায় যাকে 'স্ত্রী অঙ্গ সেলাই করা' বলে। বিয়ের পর যৌনসঙ্গমের জন্য যোনি ছিদ্রটি সামান্য উন্মুক্ত করা হয়। বিয়ের রাতে এই কাজটি বিবাহিত পুরুষ নিজের লিঙ্গ দ্বারা করতে অসমর্থ হলে, সে নিজে বা কোনো বয়স্ক মহিলা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তা সম্পন্ন করে। পরে প্রসবের প্রয়োজনে আরও কিছুটা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে খুলে দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার জিবুতি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও দক্ষিণ-ছাড়া সুদানের সর্বত্র নৃশংসতম এই টাইপ থ্রি এফজিএম-এর চল আছে। ২০০৮ সালে করা এক সমীক্ষায় জানা যায়, আফ্রিকার আট মিলিয়ন নারী এইরকম যৌনাঙ্গ বিকৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন। ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১০ সাল পর্যন্ত যৌনাঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত নারীদের বিশ শতাংশেরই যৌনাঙ্গে সেলাই করা ছিল (বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০)।

টাইপ ৪ (অন্যান্য আঘাতমূলক পদ্ধতি): এর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা ব্যতীত নারীর যৌনাঙ্গের জন্য ক্ষতিকারক অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি, যেমন, যৌনাঙ্গে ছিদ্র করা, ছুঁচ ফোটানো, কাটা, দগ্ধ করা, যোনি চিরে ফেলা, অথবা যোনির

ভিতরে লতাপাতা বা ঘাস ঢুকিয়ে দেওয়া, যাতে যোনিদ্বার চিকন হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই প্রকার এফজিএম-এ সমস্ত প্রকার বীভৎস পদ্ধতির সম্মিলিত রূপ ঘটে থাকে।

সাধারণত এই যৌন বিকৃতিকরণের কাজটি কদাচিৎ পুরুষ ক্ষৌরকার (নাপিত) করলেও, সচরাচর কোনো বয়স্ক মহিলাকে (যারা সন্তান প্রসব করানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা নেন, ভেষজবিদ বা দীর্ঘদিন ধরে যৌনাঙ্গ বিকৃতিকরণ করে আসছেন) দিয়েই করানো হয়। বহু পুরোনো এই প্রথায় অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া ব্লেড, রেজার আর কাঁচের টুকরো দিয়ে যৌনাঙ্গচ্ছেদ করা হয়। এই সময় নারীর যৌনাঙ্গের বাইরের অংশ তথা ভগাঙ্কুর আংশিক বা পুরোপুরি কেটে ফেলা হয়। সবচেয়ে নৃশংস হলো মেয়েদের যৌনাঙ্গের মুখ সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া, যাতে বিয়ের আগে কোনো যৌনসম্পর্কে জড়াতে না পারে। বিয়ের পর স্বামী সেই সেলাই খোলে, যা অনেক সমাজে বিয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত। আফ্রিকার লেখিকা এডনা আডান ইসমাইল সোমালিয়ায় প্রচলিত এফজিএম-এর যা বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে গা শিউরে ওঠে। এই বীভৎস অস্ত্রোপচারের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চা মেয়েদের অজ্ঞান করা হয় না। বিরল ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া থাকলে তা দিয়ে জায়গাটাকে সাময়িক অসাড় করার চেষ্টা হয়, নচেৎ সম্পূর্ণ সজাগ রেখে ব্লেড দিয়েই চলে এইসব অপারেশন। বালিকা বা কিশোরীকে পেছন থেকে জোর করে চেপে পা ফাঁক করে শুইয়ে বা বসিয়ে, আঙ্গুলের নখ দিয়ে ভগাঙ্কুর টিপে ধরে চালানো হয় তপ্ত ব্লেড বা খুর। যদি মনে হয় কম কাটা হয়েছে, তাহলে বাড়ির লোকের পরামর্শে আরও খানিকটা মাংস বা চামড়া খুবলে নেওয়া হয়। রক্তে ভেসে যাওয়া বাচ্চা মেয়েটির চিৎকার-ছটফটানি সব উপেক্ষা করে, তারপর ছুঁচ বা কাঁটা ও সুতো দিয়ে দুই থেকে তিন মিলিমিটার ফুটো বাদ রেখে, অবশিষ্ট বাইরের যোনি ওষ্ঠ মুড়ে পুরো স্ত্রী অঙ্গ সেলাই করে দেওয়া হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২)।

বায়োপাওয়ার (Biopower) ও নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ (FGM): তাত্ত্বিক পাঠ

নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ (এফজিএম)-কে মিশেল ফুকোর বায়োপাওয়ার তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে এটি কেবল একটি সামাজিক 'প্রথা' হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেহ, যৌনতা ও জনসংখ্যার ওপর ক্ষমতার এক সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়। ফুকো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction-এ যুক্তি দেন যে, আধুনিক ক্ষমতা কেবল দমনমূলক নয়; এটি জীবনকে পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎপাদন করে (Foucault 45)। অর্থাৎ ক্ষমতা আর কেবল শাস্তি বা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কাজ করে না, বরং শরীর, স্বাস্থ্য, যৌনতা ও প্রজননের মতো জৈবিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজকে শাসন করে। এই জীবন-নির্দেশিত ক্ষমতাই বায়োপাওয়ার। ফুকোর বিশ্লেষণে বায়োপাওয়ারের দুটি পরস্পর সম্পর্কিত মাত্রা রয়েছে। প্রথমত, অ্যানাটোমো-পলিটিক্স, যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত দেহকে শৃঙ্খলিত, প্রশিক্ষিত ও অনুগত করে তোলা হয়; দ্বিতীয়ত, বায়ো-পলিটিক্স অফ পপুলেশন, যার মাধ্যমে জন্মহার, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যাকে পরিচালনা করা হয় (Foucault, Discipline and

Punish 138)। এফজিএম এই দুই স্তরেই সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এটি একদিকে ব্যক্তির শরীরে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ঘটায়, অন্যদিকে সমগ্র সম্প্রদায়ের যৌন-নৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এফজিএম-এর ক্ষেত্রে নারীর দেহকে 'স্বাভাবিক' বা 'পবিত্র' করার নামে শল্যচিকিৎসামূলক হস্তক্ষেপ করা হয়। যৌনাঙ্গ কেটে বা সেলাই করে এমন একটি দেহ নির্মাণ করা হয়, যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। এখানে নারীর শরীরকে প্রায়ই অতিরিক্ত কামুক, অশুচি বা বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং যৌন আনন্দকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাব্য উৎস হিসেবে নির্মাণ করা হয়। ফলে দেহকে এমনভাবে রূপান্তর করা হয়, যাতে তা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং সামাজিক নৈতিক বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ফুকো যে 'docile body'-র কথা বলেন— অর্থাৎ এমন এক দেহ, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ, অনুগত এবং নিয়মমাফিক আচরণে অভ্যস্ত— এফজিএম সেই ধরনের দেহ নির্মাণের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ (Foucault, Discipline and Punish 135)।

ফুকো দেখিয়েছেন যে, যৌনতা নিয়ে যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তা কখনো নিরপেক্ষ নয়; বরং ক্ষমতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত (Foucault 57)। এফজিএম-প্রচলিত সমাজে 'পবিত্রতা', 'বিবাহযোগ্যতা' এবং 'সম্মান'-এর মতো ধারণাগুলি সামাজিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ভাষ্য। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অপবিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে সেটিকে দমন করাকে সামাজিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হিসেবে বেঁধে দেয়। এইভাবে একটি বিশেষ যৌন-নৈতিক সত্য বা রেজিম অফ ট্রুথ গড়ে ওঠে, যা সমাজে স্বীকৃত হয়। এফজিএম সেই ভাষ্যকে বাস্তব রূপ দেয়।একই সঙ্গে এফজিএম জনসংখ্যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ন্ত্রণ এবং বংশগত শুদ্ধতা রক্ষার যুক্তি সামনে এনে প্রজননকে বৈধ দাম্পত্যের ভেতরে সীমাবদ্ধ করা হয়। নারীর দেহকে পরিবার ও গোত্রের সম্মানের ধারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়; এইভাবে যৌন আচরণ সামাজিক নজরদারির আওতায় আসে। ফুকোর বায়ো-পলিটিক্স ধারণা অনুযায়ী, এখানেই ক্ষমতা ব্যক্তি-দেহ ছাড়িয়ে সমগ্র জনসংখ্যাকে লক্ষ্য করে; এফজিএম সেই নিয়ন্ত্রণের একটি সাংস্কৃতিক ও দেহভিত্তিক কৌশল (Foucault 66)। সোমালি সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, যে মেয়ের এফজিএম করা হয়নি, সে 'অপবিত্র' এবং তার যৌন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, যা সমগ্র সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাই এই প্রথা ব্যক্তির বাইরে গিয়ে একটি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার নামে চালানো হয়।

ফুকোর প্যানোপ্টিসিজম ধারণা এই প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্ট করে। ক্ষমতা এমনভাবে কাজ করে যে, ব্যক্তি নিজেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শেখে। এফজিএম-প্রচলিত সমাজে প্রায়শই মায়েরাই কন্যাদের এই প্রথায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ এটি সামাজিক স্বীকৃতির শর্ত। নারীরা নিজেদের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপরাধবোধে ভোগে এবং সামাজিক দৃষ্টির ভয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের চেয়ে সামাজিক দৃষ্টি বা গেজ অধিক কার্যকর হয়ে ওঠে। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এফজিএম কেবল একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন নয়; এটি দেহ, যৌনতা ও জনসংখ্যার ওপর ক্ষমতার বায়োপলিটিকাল প্রয়োগ। ফুকোর

বায়োপাওয়ার তত্ত্ব আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, কীভাবে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক নৈতিকতা, পারিবারিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এফজিএম সেই জটিল ক্ষমতা-প্রকল্পের একটি গভীর ও সহিংস উদাহরণ, যেখানে শরীর হয়ে ওঠে রাজনীতির কেন্দ্রীয় ভূমি। পিতৃতন্ত্র বায়োপাওয়ার প্রয়োগ করে নারীর শরীরকে একাধিক স্তরে নিয়ন্ত্রণ করে:

১. যৌনতা নিয়ন্ত্রণ: এফজিএম-এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করা। ভগাঙ্কুর কেটে ফেলার মাধ্যমে নারীর যৌন সুখ ও কামনা-বাসনার উৎস ধ্বংস করা হয়। ২০১৩ সালের একটি মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৫০% ক্ষেত্রে এফজিএম কামভাব হ্রাস করে এবং ৫২% ক্ষেত্রে যৌনমিলন বেদনাদায়ক করে তোলে (Berg et al. 6)। এর ফলে নারীর শরীর হয়ে ওঠে কেবল পুরুষের সন্তান প্রসব ও যৌন তৃপ্তির একটি পাত্র, তার নিজের আনন্দের নয়।

২. প্রজনন নিয়ন্ত্রণ: টাইপ ৩ (ইনফিবুলেশন) এফজিএম-এর মাধ্যমে যোনিপথ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর একটি উদ্দেশ্য হল কুমারিত্ব ও সতীত্ব নিশ্চিত করা, যা বিবাহ ও পৈতৃক সম্পত্তির ধারণার সাথে জড়িত। একই সঙ্গে, এটি নারীর প্রজনন ক্ষমতাকেও পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রথম যৌনমিলনের সময় এই সেলাই করা পথ খুলতে হয়, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং প্রায়শই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। প্রসবের সময়ও এই দাগ টিস্যু জটিলতা সৃষ্টি করে, যা মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

৩. নারী দেহের 'ডিসকোর্স' নির্মাণ: ফুকো দেখান যে, ক্ষমতা শুধু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, বরং এটি জ্ঞান ও সত্য (ডিসকোর্স) তৈরি করে (Foucault 59)। এফজিএম-এর আশেপাশে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা এই ডিসকোর্সের উদাহরণ। "মেয়েকে পবিত্র করা," "তাকে নারীত্বে দীক্ষিত করা," "অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা"—এই কথাগুলো আসলে একটি সত্য কাঠামো তৈরি করে, যা এফজিএম-কে ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় করে তোলে। সিয়েরা লিওনের 'বন্ডো সোসাইটি' (Bondo Society) নামক নারী গোপন সমাজ এই প্রথাকে নারীত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরে (Bjälkander et al.)। এভাবেই পিতৃতান্ত্রিক বায়োপাওয়ার নারীদের নিজেদের মধ্য দিয়ে, তাদের ভাষা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কাজ করে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হল, এই প্রথার মূল ধারক ও বাহক প্রায়শই নারীরা নিজেরাই। মায়েরা তাদের মেয়েদের এফজিএম করান, বয়স্ক মহিলারাও এই প্রথা রক্ষার পক্ষে কথা বলেন। ফুয়াম্বা আহমাদু নামের এক সিয়েরা লিওনীয় নৃতাত্ত্বিক, যিনি নিজেও এফজিএম-এর শিকার, তিনি এই প্রথাকে নারীত্বে দীক্ষা গ্রহণের অংশ হিসেবে রক্ষা করতে চান (Ahmadu 283-312)। সোমালি ঐতিহ্যে, বিয়ের সময় শাশুড়ি কাঠের তৈরি তিন পায়ের একটি মোড়া উপহার দেন। যদি কনেকে 'সঠিকভাবে' ইনফিবুলেশন না করা হয়, তাহলে বর সেই মোড়ার চামড়া কেটে বাইরে রেখে দেয়, যাতে সবাই দেখতে পায় যে তার শাশুড়ি "অযোগ্য" মেয়ে দিয়েছেন (Gruenbaum 45-52)। এই সামাজিক বর্জনের ভয়েই মায়েরা মেয়েদের এফজিএম করাতে বাধ্য হন। এটি

পিতৃতন্ত্রের এক অত্যাধুনিক কৌশল, যেখানে নারীরা নিজেরাই একে অপরের ওপর নজরদারি চালায় এবং নিয়ন্ত্রণের এই চক্র টিকিয়ে রাখে।

১৯৭৫ সালে আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক রোজ ওল্ডফিল্ড হেসে তাঁর 'আমেরিকান এথনোলজিস্ট'-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রে প্রথম 'ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন' বা 'স্ত্রী-জননাঙ্গহানি' বা 'স্ত্রী-অঙ্গ বিকৃতি' কথাটি ব্যবহার করেন (Hayes 617-33)। ১৯৯০ সালে আদ্দিস আবাবাতে আন্ত-আফ্রিকান কমিটির তৃতীয় কনফারেন্সে যেসকল ঐতিহ্যগত চর্চা নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সেখানেই প্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। ১৯৯১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশক্রমে জাতিপুঞ্জ এই পরিভাষাটি গ্রহণ করে। তারপর থেকে এটি জাতিপুঞ্জের দাপ্তরিক কাগজপত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (United Nations, Report of the Secretary-General)। এই নামকরণের মাধ্যমে একটি বাইনারি অপজিশন তৈরি হয়: 'সভ্য পশ্চিম' বনাম 'বর্বর অ-পশ্চিম'। পশ্চিমা দেশগুলোতে এফজিএম নিষিদ্ধ করার আইন থাকলেও, নারী যৌনাঙ্গের কসমেটিক সার্জারি (এফজিসিএস) বৈধ। ল্যাবিয়াপ্লাস্টি, ভ্যাজাইনোপ্লাস্টির মতো অপারেশনগুলো "নান্দনিকতা" ও "আত্মবিশ্বাস"-এর নামে প্রচার করা হয়। এমনকি ঊনবিংশ শতকের পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞেরাও হিস্টিরিয়া, মৃগীরোগ, মানসিক ব্যাধি, স্বমেহন, নিম্ফোম্যানিয়া এবং বিষণ্ণতার মতো রোগের চিকিৎসার জন্য ভগাঙ্কুর অপসারণের প্রথা চালু করেছিলেন। ১৮১৩ সালে জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক রবার্ট থমাস অস্ত্রোপচার দ্বারা ভগাঙ্কুর বিযুক্তি (ক্লিটোরিডেক্টমি) করে নারীর "নিম্ফোম্যানিয়াক" বা অতিরিক্ত কামাবেগ সারানোর বিধান দেন (Thomas 585-86)। ১৮২২ সালে বার্লিনে অতিরিক্ত আত্মরতি করার অপরাধে কার্ল ফার্ডিনান্ড ফন গ্রেফ ১৫ বছর বয়সী এক জার্মান কিশোরীকে ক্লিটোরিডেক্টমি করে 'সুস্থ' করে তোলেন (Shorter 82)। অথচ পশ্চিমা সমাজ নিজস্ব প্রথাগুলোকে কখনো বর্বর বা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দাগিয়ে দেয় না। এই দ্বিচারিতা দেখায় যে, এফজিএম-বিরোধী বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা আসলে একটি লিঙ্গভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা, যা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে।

নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ ও নেক্রোপলিটিক্স

ক্যামেরুনীয় তাত্ত্বিক আচিল এম্বেম্বে ফুকোর বায়োপাওয়ার ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং এর একটি অন্ধকার দিক উন্মোচন করেন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ "Necropolitics"-এ তিনি যুক্তি দেন যে, আধুনিক সার্বভৌম ক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি শুধু জীবন নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং এটি হল "কে বেঁচে থাকবে এবং কে মারা যাবে তা নির্ধারণের ক্ষমতা" (Mbembe 11)। এম্বেম্বে দেখান যে, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু মানবগোষ্ঠীকে 'অন্য' (The Other) হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর 'মৃত্যুর রাজনীতি' চালানো হয়। দাসপ্রথা, উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষ, নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প—এগুলি নেক্রোপলিটিক্সের উদাহরণ, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে "জীবন্ত মৃত" (Living Dead)-এ পরিণত করা হয়েছিল

(Mbembe 21)।এফজিএম-এর ক্ষেত্রে, পিতৃতন্ত্র নারীদের ওপর এই নেক্রোপলিটিক্স চালায়। এম্বেম্বের নেক্রোপলিটিক্স তত্ত্ব এফজিএম-এর সবচেয়ে নৃশংস দিকগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এফজিএম-কে একটি "নেক্রোট্র্যাডিশন" হিসেবে চিহ্নিত করার কারণগুলি নিম্নরূপ:

মৃত্যু (Death): এফজিএম-এর সময় রক্তক্ষরণ, সংক্রমণ বা টিটেনাসে প্রতিবছর অগণিত মেয়ে ও নারী মারা যায়। এই মৃত্যুগুলোকে কখনো সঠিকভাবে গণনা করা হয় না, সংবাদমাধ্যমে স্থান পায় না। এম্বেম্বের ভাষায়, এই মৃত্যুগুলো "রাজনৈতিকভাবে অস্বীকৃত" (Politically Unacknowledged) থাকে। রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই মৃত্যুর দায় নেয় না, বরং একে "দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা" বা "সাংস্কৃতিক ব্যাপার" হিসেবে উড়িয়ে দেয়। এম্বেম্বের মতে, এরা হলেন হোমো স্যাকার (Homo Sacer)। রোমান আইন অনুযায়ী হোমো স্যাকার হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আইনের বাইরে রাখা হয়। এফজিএম-এর শিকার নারীরাও এক ধরনের হোমো স্যাকার; তাদের শরীরের ওপর এই নৃশংসতা চালানো হয়, কিন্তু এই কাজটি অপরাধ হিসেবে গণ্য না হয়ে ঐতিহ্যশালী প্রথা হিসেবে সাড়ম্বরে পালিত হয়।

সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু (জীবন্ত মৃত): যারা বেঁচে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রেও এফজিএম এক ধরনের "সামাজিক মৃত্যু" ঘটায়। তাদের যৌনতা, কামনা-বাসনা ও আনন্দের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তাদের শরীর হয়ে ওঠে যন্ত্রণা ও ভীতির স্থান। কেনিয়ার মান্দেরা কাউন্টির "হাফসা" তার বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "প্রত্যেকবার যখন আমার স্বামী সঙ্গম করতো, মনে হতো ধর্ষণ হচ্ছে। এটা আমাকে আবার সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দিত, যখন আমাকে কাটা হয়েছিল" (Amnesty International 15)। এই প্রক্রিয়ায় নারী শারীরিকভাবে বেঁচে থাকলেও, তার যৌন সত্তা ও আত্ম-অস্তিত্ব খুন হয়ে যায়। একেই আমরা নেক্রোট্র্যাডিশন বা মৃত্যু-সংস্কৃতি বলতে পারি—একটি ঐতিহ্য যা নারীদের ওপর মৃত্যু-সদৃশ জীবন চাপিয়ে দেয়। যারা বেঁচে থাকে, তাদের জন্য শুরু হয় এক অন্যরকম মৃত্যু। পিটিএসডি (Post Traumatic Stress Disorder), দীর্ঘমেয়াদী বিষণ্ণতা, যৌনমিলনে ভীতি—এসব মানসিক জটিলতা তাদের সারা জীবন তাড়া করে। তারা একটি অসম্পূর্ণ, যন্ত্রণাদায়ক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ২০১৩ সালে মোট ১২৬৭১ জন নারীর উপর ১৫টি সমীক্ষা চালিয়ে সংযুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৫০% ক্ষেত্রে স্ত্রী অঙ্গচ্ছেদ কামাবেগ ঘুচিয়ে দেয় এবং ৫২% ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌনসঙ্গম রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে, যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে ডিস্পারেউনিয়া (Berg et al. 6)। আর এক-তৃতীয়াংশ নারীর যৌন অনুভূতিই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বুরকিনা ফাসো, ঘানা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল ও সুদানে ২৮টি প্রসূতি সদনে মোট ২৮৩৯৩ জন নারীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সদ্যজাতের মৃত্যুহার প্রতি হাজারে অন্তত ১০ থেকে ১২টি বেড়ে গিয়েছে প্রসূতির ওপর এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অত্যাচার অবদমনের ফলে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪)। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি বছর ২০ লক্ষেরও বেশি বালিকা তাদের পঞ্চম জন্মদিনে পৌঁছানোর আগেই নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণের

শিকার হয়। এছাড়া এফজিএম থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবার আর্থিক খরচ প্রতি বছর ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বোপরি ২০২৫ সালে, বিশ্বজুড়ে ৪৪ লক্ষেরও বেশি মেয়ে— অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১২,২০০ জন— নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতির ঝুঁকিতে রয়েছে (United Nations, "International Day of Zero Tolerance")।

নারীবাদী প্রতিরোধের রাজনীতি: ডিসকোর্স পুনর্নির্মাণ:

এবার দেখা যাক, নারীবাদী তত্ত্ব এফজিএম প্রথার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। ক্যারল প্যাটেম্যানের (Carole Pateman) 'যৌন চুক্তি' (Sexual Contract) তত্ত্ব বলে, সমাজের ভিত্তি হলো পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতা। এই অধীনতা বজায় রাখতে নারীর দেহের ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এফজিএম সেই অধীনতাকে চরম শারীরিক ও প্রতীকী রূপ দেয়, যেখানে নারীকে পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণের যন্ত্রে পরিণত করা হয় (Pateman 45)। রাডিক্যাল ফেমিনিস্ট তাত্ত্বিক যেমন- ম্যারি ডেইলি (Mary Daly) তাঁর Gyn/Ecology গ্রন্থে দেখান, পিতৃতন্ত্র নারীর দেহ ও চেতনার ওপর নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন- ফুট বাইন্ডিং, সতীদাহ, এফজিএম) তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে নারীর জীবন ও আত্মস্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করা হয়। এফজিএম হলো নারীর যৌন আনন্দের উৎস (ভগাঙ্কুর) কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে তার আত্মপরিচয়কে বিকৃত করার একটি পদ্ধতি (Daly 153-72)।

অন্যদিকে, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী নারীবাদীরা (যেমন- চন্দ্র তালপাড়ে মোহান্তি) সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার (Cultural Relativism) বিষয়টি গুরুত্ব দেন। তারা বলেন, পশ্চিমা নারীবাদীরা প্রায়ই অন্যান্য সংস্কৃতির প্রথাকে 'বর্বর' ও 'অজ্ঞ' হিসেবে চিহ্নিত করে একটি ঔপনিবেশিক মানসিকতা প্রকাশ করেন। তাদের মতে, কোনো সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ জটিলতা বুঝে এবং সেই সমাজের নারীদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার আনা প্রয়োজন। তাই এফজিএম নির্মূলে শুধু বাইরে থেকে আইন চাপিয়ে না দিয়ে, সেই সম্প্রদায়ের নারীদের নিজেদের সংগঠিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। তাদের বক্তব্য, এফজিএম-বিরোধী আন্দোলনকে স্থানীয় নারীদের নেতৃত্বে, তাদের ভাষায় ও তাদের প্রেক্ষাপটে গড়ে তুলতে হবে (Mohanty 17-42)।

ভারতে এই উত্তর-ঔপনিবেশিক ও বহুসংস্কৃতিবাদী নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডে। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সাহিয়ো' (Sahiyo) এবং 'স্পিক আউট এফজিএম' (Speak Out FGM)-এর মতো সংগঠন দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের নারীদের নেতৃত্বে এফজিএম-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছে ("India Women's Commission")। সাহিয়ো ২০১৬ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, জরিপকৃত বোহরা নারীদের ৮০% জানিয়েছেন তাঁদের খৎনা করানো হয়েছে, কিন্তু ৮২% নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে এই প্রথা চালাবেন না বলে মত দিয়েছেন— যা পরিবর্তনের একটি দিকনির্দেশনা দেয়।("India Women's Commission")। মাসুমা রানালভি, যিনি স্পিক আউট এফজিএম-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজে সাত বছর বয়সে

খৎনার শিকার, তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ। ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক নারী খৎনা নিষিদ্ধ দিবসে ভারতের জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ) তৎকালীন চেয়ারপারসন ললিতা কুমারমাঙ্গলমের নিকট ৮৫,০০০-এর বেশি স্বাক্ষর সম্বলিত তিনটি পিটিশন জমা দেওয়া হয়, যা এফজিএম-বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানায় ("India Women's Commission")। কমিশন এই প্রথাকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থন জানায়— যা ভারতের সরকারি পর্যায়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ("India Women's Commission")। আবার সিয়েরা লিওনের রুগিয়াতু ট্যুরের মতো নারীরা নিজ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে এই পরিবর্তনের কাজ করছেন, যা বহুসংস্কৃতিবাদী নারীবাদের একটি বাস্তব উদাহরণ। কেনিয়া ও উগান্ডায় চালু হওয়া 'অলটারনেটিভ রাইটস অফ প্যাসেজ' (এআরপি) প্রোগ্রাম এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। এখানে স্থানীয় নারীরাই মেয়েদের এফজিএম ছাড়াই নারীত্বে দীক্ষিত করার নতুন প্রথা তৈরি করেছেন (Amref Health Africa 8)।

২০২৫ সালে সাহিয়ো (Sahiyo) সংস্থার গবেষণায় দেখা যায়, এফজিএম-এর সাথে বর্ণবাদ, ধর্মীয় বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং এলজিবিটিকিউ+ ইস্যুগুলোর গভীর সংযোগ (intersection) রয়েছে (Sahiyo 12)। নারীবাদী আন্দোলন এখন এই সংযোগগুলো বুঝতে এবং বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ইস্যুর সাথে সমন্বয় করে কাজ করার ওপর জোর দিচ্ছে। একই সঙ্গে, তারা পশ্চিমা দেশগুলোতে নারী যৌনাঙ্গের কসমেটিক সার্জারির (এফজিসিএস) দিকে ইঙ্গিত করে পশ্চিমা সমাজের দ্বিচারিতাকে সমালোচনা করছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে FGM মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ:

অন্তত ১২.৫ কোটি (125 million) মেয়ের এই নারকীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে। জননাঙ্গ কাটার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও ২০১৬ সালেও ২৭টি আফ্রিকান দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইরাকি কুর্দিস্তান ও ইয়েমেন মিলিয়ে মোট ৩০টি দেশে কমপক্ষে ২০ কোটি (200 million) এফজিএম-করা নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে (United Nations Children's Fund, Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern 3)। এই পরিসংখ্যান হলো যারা সেই পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ্য করে অসুস্থতা নিয়ে প্রাণে বেঁচে আছেন; কিন্তু এফজিএম-পরবর্তী বিভিন্ন রোগ-সংক্রমণে বা অসুস্থতার কবলে পড়ে কতজন মারা গিয়েছেন, তার হদিস কোনো পরিসংখ্যানে বোধহয় উঠে আসে না। উঠলে এই 'সভ্য' দুনিয়ার নারীদের প্রতি লিঙ্গহিংসার পৈশাচিক বীভৎসতা দেখে জঙ্গলের পশুরাও লজ্জায় মুখ ঢাকতো। গত আট বছরে নারী-শিশুদের খৎনা করানোর সংখ্যা ১৫ শতাংশ বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিশু তহবিল ইউনিসেফ। সংস্থাটি জানায়, বিশ্বে প্রায় ২৩ কোটি নারী খৎনা করানোর পর বিভিন্ন অসুস্থতা নিয়ে বেঁচে আছেন। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২০ কোটি ("বেড়েছে নারীর খৎনা")। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চাইছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে নারী খৎনার বিষয়টি নির্মূল করতে। আর এ জন্য তারা যে গতিতে কাজ করছে, তার চেয়ে ২৭ গুণ দ্রুত করতে হবে। এছাড়া

জাতিপুঞ্জ ঘোষণা করেছে, নারীদের যৌনাঙ্গের আংশিক বা সম্পূর্ণ অপসারণ করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। ২০১২ সালে এটি নিষিদ্ধ করে একটি রেজ্যুলেশনও পাস হয়। ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে ৬০ শতাংশ নারীর এফজিএম হয় আফ্রিকায়। সেখানে ১৪ কোটি ৪০ লাখ নারীর এফজিএম করানো হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮ কোটি নারীর এফজিএম করানো হয়েছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যেও ৬০ লাখ নারীর এফজিএম করানো রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সোমালিয়া, গিনি, জিবুতি, মিশর, সুদান ও মালিতে সবচেয়ে বেশি নারীদের খৎনা করানো হয়। এসব দেশে যুদ্ধ, জলবায়ু সংকট এবং খাদ্য সংকট, নিরাপত্তাহীনতার মতো সমস্যার কারণে নারীদের যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ মোকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচি সফল করাও কঠিন হয়ে পড়ছে ("বেড়েছে নারীর খৎনা")। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ধারণায়, প্রতি বছর প্রায় ১৩০ মিলিয়ন (১৩ কোটি) নারী যে কোনো প্রকার (টাইপ-১,২,৩,৪) যৌনাঙ্গ বিকৃতিকরণের শিকার হচ্ছে। নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই নারীর যৌনাঙ্গচ্ছেদ রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জের বিশ্ব জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA– United Nations Population Fund) প্রতি বছর ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতিকরণের 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে ("আজ আন্তর্জাতিক নারী খৎনা নিষিদ্ধ দিবস")।

২০০৮ সালে নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতি দূরীকরণে ইউএনএফপিএ-ইউনিসেফ যৌথ কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এবং ডব্লিউএইচও-এর সহযোগিতায়, প্রায় ৭০ লক্ষ নারী যৌনাঙ্গের বিকৃতকরণ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, ৪৮ মিলিয়ন মানুষ এই অনুশীলন ত্যাগ করার শপথ জনসমক্ষে ঘোষণা করেছেন এবং এই বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা গণমাধ্যমের দ্বারা ২২ কোটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো হয়েছে। গত দুই বছরে, প্রায় ১২,০০০ আঞ্চলিক সংগঠন এবং ১,১২,০০০ সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের কর্মী এই পৈশাচিক প্রথা বন্ধ করতে উৎসাহিত হয়েছেন (World Health Organization, "Strengthening Alliances")।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিটি অন দ্য এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (সিডও) সংস্থাটি এফজিএম-অনুশীলনকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারকে ২০১৩-এর মধ্যে এই জাতীয় পৈশাচিক অপরাধ মোকাবিলায় কড়া আইনি পদক্ষেপ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো— এই পৈশাচিক বর্বর প্রথা গোপনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, নারীদের পবিত্রকরণের ফতোয়া জারি করে। ইউনিসেফ (UNICEF) ২০১৪-এর একটি প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে:

"if there is no reduction in the practice between now and 2050, the number of girls cut each year will grow from 3.6 million in 2013 to 6.6 million in 2050. If nothing is done, the number of girls and women affected will grow from 133 million today to 325 million in 2050. However, if the progress made so far is sustained, the number will grow

from 133 million to 196 million in 2050, and almost 130 millions girls will be spared this grave assault to their human rights" (United Nations Children's Fund, Female Genital Mutilation/Cutting: What Might the Future Hold? 4).

FGM-এর ভারতীয় প্রেক্ষাপট ও আইনি লড়াই:

ভারতে বর্তমানে এফজিএম নিষিদ্ধ করে কোনো বিশেষ আইন নেই (FGM/C Research Initiative; Drishti IAS)। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়, যা এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। মামলাটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মামলার সাথে যুক্ত করা হয় (FGM/C Research Initiative)। ২০২৫ সালের নভেম্বরে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন ও আর. মহাদেবনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ, চেতনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক এনজিও-র দায়ের করা পিআইএল-এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও আইন মন্ত্রণালয়কে নোটিশ জারি করে (Outlook India)। পিটিশনে বলা হয়, দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের প্রায় ৭৫% নারী সাধারণত ৬ থেকে ১০ বছর বয়সে এই প্রথার শিকার হন (Outlook India)। পিটিশনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, এফজিএম ইসলামের অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন নয় এবং এটি ভারতীয় সংবিধানের একাধিক মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে— ১৪ নং ধারা (সমানতার অধিকার), ১৫ নং ধারা (লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য), ২১ নং ধারা (জীবন ও ব্যক্তিগত মর্যাদার অধিকার) এবং ২৫ নং ধারা (ধর্মীয় স্বাধীনতা) (Sharma and Indurkhya; Outlook India)। এটি আরও যুক্তি দেয় যে, এই প্রথা পকসো আইন, ২০১২, জুভেনাইল জাস্টিস আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের গৃহীত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে (Outlook India)।সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন এই মামলায় সওয়ালকালে আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং ও রাজেশ খান্না যুক্তি দেন যে, এফজিএম নারীদের মৌলিক অধিকার— বিশেষ করে গোপনীয়তার অধিকার ও মর্যাদার অধিকার— লঙ্ঘন করে ("Day 2 Arguments")। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশর মন্তব্য করেন যে, এই প্রথায় "লিঙ্গ সংবেদনশীলতার" অভাব রয়েছে ("Day 2 Arguments")। আইনজীবীরা আরও যুক্তি দেন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার অধীন এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে এফজিএম সুরক্ষিত নয় ("Day 2 Arguments")। আদালতকে জানানো হয় যে, বোহরা পরিবারগুলো যারা তাদের মেয়েদের খৎনা করাতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের সমাজচ্যুত করার হুমকি দেওয়া হয় ("Day 2 Arguments")।

সাহিয়োর মতো সংগঠনগুলো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করছে। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে ভারতকে এফজিএম-প্রধান দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করলেও, বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে, ভারতসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই প্রথা প্রচলিত (Sahiyo; UNICEF Data)।

ইতিকথা:

এত আইনি উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও এই নৃশংস প্রথা এখনও নীরবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। কারণ, অনেক নৃতাত্ত্বিক ও স্থানীয় সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের (Cultural Relativism) যুক্তি দেখিয়ে এফজিএম-কে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ বলে রক্ষা করতে চান। ভারতের দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় স্বাধীনতার যুক্তিতে এই প্রথাকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়, যদিও আইনজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা যুক্তি দেন যে, এটি ইসলামের অপরিহার্য অংশ নয় (Sharma and Indurkhya; "Day 2 Arguments")। এই গবেষণাপত্রে আমরা এফজিএম-কে শুধু একটি সাংস্কৃতিক প্রথা হিসেবে নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর একটি অত্যাধুনিক নৃশংস প্রয়োগ হিসেবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। ফুকোর বায়োপাওয়ার আমাদের দেখায়, কীভাবে পিতৃতন্ত্র নারীর যৌনতা ও জীবনীশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে একটি বাধ্য, দক্ষ ও পুরুষের চাহিদা পূরণকারী শরীর গড়ে তোলে। এম্বেম্বের নেক্রোপলিটিক্স সেই প্রক্রিয়ার আরও অন্ধকার দিক উন্মোচন করে, যেখানে এই নিয়ন্ত্রণ 'মৃত্যুর রাজনীতি'-তে রূপ নেয় এবং নারীদের 'জীবন্ত মৃত'-এ পরিণত করে। অগণিত নারীর বাস্তব মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ নারীর যৌন-মানসিক মৃত্যু এই 'নেক্রোট্র্যাডিশন'-এর প্রতিদিনের সাক্ষ্য বহন করে। নারীবাদী তত্ত্ব এই বিশ্লেষণে একটি অপরিহার্য মাত্রা যোগ করে। এটি শুধু পিতৃতন্ত্রের সমালোচনাই করে না, বরং নারীদের 'শিকার' হিসেবে চিহ্নিত করার সরলীকৃত পশ্চিমা ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এটি স্থানীয় নারীদের এজেন্সি, তাদের প্রতিরোধের ইতিহাস এবং তাদের নিজস্ব সমাজ পরিবর্তনের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়। ইফরা আহমেদ, ওয়ারিস ডিরি, নওয়াল এল সাদাভি— এই নারীরা প্রমাণ করেছেন যে, নেক্রোট্র্যাডিশনের ছায়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। ভারতের মাসুমা রানালভি ও সাহিয়োর নারীরা দেখাচ্ছেন, কীভাবে নিজ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।এফজিএম বন্ধ করার একমাত্র পথ হল পিতৃতান্ত্রিক বায়োপাওয়ারকে চ্যালেঞ্জ করা এবং নেক্রোপলিটিক্সের এই নারকীয় প্রথার সমাপ্তি ঘটানো। এর জন্য প্রয়োজন:

- **স্থানীয় পর্যায়ে:** সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের সম্পৃক্ত করে এবং বিকল্প আচার তৈরি করে এফজিএম-কে তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সাহিয়ো ও স্পিক আউট এফজিএম-এর মতো সংগঠনের কাজ এই পথে এগিয়ে চলার উদাহরণ।
- **জাতীয় পর্যায়ে:** আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা। ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫, ২১ ও ২৫ নং ধারা এবং পকসো আইনের আলোকে এফজিএম-কে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে কঠোর আইন প্রণয়ন জরুরি।
- বৈশ্বিক পর্যায়ে: এফজিএম-বিরোধী আন্দোলনকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনার আলোকে পুনর্বিবেচনা করা এবং পশ্চিমা দ্বিচারিতার (এফজিসিএস বনাম এফজিএম) বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

পিতৃতন্ত্রের এই নারকীয় ছাঁচ ভাঙতে না পারলে নারীরা কি সত্যিই 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন, নাকি চিরকাল পিতৃতান্ত্রিক বায়োপাওয়ারের 'যৌন-যন্ত্র' ও নেক্রোট্র্যাডিশনের 'জীবন্ত মৃত' হয়েই থাকবেন— এই প্রশ্নের উত্তর এখনও ইতিহাসের গর্ভে অপেক্ষমাণ, কিন্তু ইফরাদের কণ্ঠস্বর আমাদের শেখায়, প্রতিরোধ সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

Ahmadu, Fuambai S. "Rites and Wrongs: An Insider/Outsider Reflects on Power and Excision." Female "Circumcision" in Africa: Culture, Controversy, and Change, edited by Bettina Shell-Duncan and Ylva Hernlund, Lynne Rienner Publishers, 2000, pp. 283–312.

"আজ আন্তর্জাতিক নারী খৎনা নিষিদ্ধ দিবস।" State Watch, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, statewatch.net/post/25349.

Amnesty International. The Cry of Pain: Female Genital Mutilation in Kenya. Amnesty International Publications, 2010.

Amref Health Africa. Alternative Rites of Passage: Empowering Girls and Communities to Abandon FGM. Amref Health Africa, 2018.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা ।লিঙ্গ সন্ত্রাস। ধানসিঁড়ি, ২০২৩.

"বেড়েছে নারীর খৎনা।" ITV Bangladesh, ৯ মার্চ ২০২৪, www.itvbd.com/health/135083/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%8E%E0%A6%A8%E0%A6%BE.

Berg, Rigmor C., et al. "Psychological, Social and Sexual Consequences of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Systematic Review of Quantitative Studies." BMJ Open, vol. 3, no. 6, 2013, e003383. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003383.

Bjälkander, Owolabi, et al. "Female Genital Mutilation in Sierra Leone: Forms, Reliability of Reported Status, and Accuracy of Related Demographic and Health Survey Questions." Obstetrics and Gynecology International, vol. 2012, 2012, 680926. https://doi.org/10.1155/2012/680926.

Daly, Mary. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. Beacon Press, 1978.

"Day 2 Arguments." Supreme Court Observer, 30 July 2018, www.scobserver.in/reports/day-2-arguments-3/.

Drishti IAS. "Female Genital Mutilation." Drishti IAS, 15 Feb. 2024, www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/female-genital-mutilation-1.

FGM/C Research Initiative. "India." FGM/C Research Initiative, 28 Too Many, 26 Mar. 2024, www.fgmcri.org/country/india/.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan, Pantheon Books, 1977.

---. The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley, Vintage Books, 1978.

Gruenbaum, Ellen. The Female Circumcision Controversy: An Anthropological Perspective. U of Pennsylvania P, 2001.

Hayes, Rose Oldfield. "Female Genital Mutilation, Fertility Control, Women's Roles, and the Patrilineage in Modern Sudan: A Functional Analysis." American Ethnologist,vol.2,no.4,1975,pp.617–33. https://doi.org/10.1525/ae.1975.2.4.02a00030.

"India Women's Commission Chief Backs Ban on 'Barbaric' Female Genital Mutilation." Jakarta Globe, 7 Feb. 2024, jakartaglobe.id/news/india-womens-commission-chief-backs-ban-barbaric-female-genital-mutilation.

McGuckian, Mary, director. A Girl from Mogadishu. Performances by Aja Naomi King and Barkhad Abdi, Faltidos Productions, 2019. YouTube, uploaded by FilmRise, 8 Mar. 2019, youtu.be/FGj8zq3gSTY.

Mbembe, Achille. "Necropolitics." Critical Inquiry, vol. 29, no. 1, 2003, pp. 11–40. https://doi.org/10.1086/373858.

Mohanty, Chandra Talpade. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses." Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Duke UP, 2003, pp. 17–42.

Outlook India. "Supreme Court Issues Notice to Centre on Plea to Ban Female Genital Mutilation." Outlook India, 29 Nov. 2025, www.outlookindia.com/national/supreme-court-seeks-centres-reply-on-plea-to-ban-female-genital-mutilation.

Pateman, Carole. The Sexual Contract. Stanford UP, 1988.

Sahiyo. Examining Intersections Between FGM/C and Social Oppressions: A Qualitative Study. Sahiyo, 2025, sahiyo.org/programs/research.htm.

"A Recent Report Released by UNICEF Is Drawing Attention to the Prevalence of Female Genital Mutilation/Cutting in Asia." LinkedIn, 17 July 2024, www.linkedin.com/posts/sahiyo_a-recent-report-released-by-unicef-is-drawing-activity-7219362725146042371-YFD7.

Sharma, Deeksha, and Kratik Indurkhya. "Female Genital Mutilation: How Islam and Fundamental Right to Religion Stamp Out and Confute It." NLIU Law Review, vol. 8, no. 2, n.d., nliulawreview.nliu.ac.in/journal-archives-2/volume-viii-issue-ii/female-genital-mutilation-how-islam-and-fundamental-right-to-religion-stamp-out-and-confute-it/.

Shorter, Edward. From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era. Simon and Schuster, 2008.

Thomas, Robert. The Modern Practice of Physic. Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1813.

UNICEF Data. "Female Genital Mutilation: A Global Concern." UNICEF Data, 2016, data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-global-concern/.

United Nations. "International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation." United Nations, www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day.

Report of the Secretary-General on Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children. United Nations, 1991.

United Nations Children's Fund. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. UNICEF, Feb. 2016.

Female Genital Mutilation/Cutting: What Might the Future Hold? UNICEF, ২২ জুলাই ২০১৪.

"Over 230 Million Girls and Women Alive Today Have Been Subjected to Female Genital Mutilation." UNICEF Press Release, ৮ মার্চ ২০২৪, www.unicef.org/press-releases/over-230-million-girls-and-women-alive-today-have-been-subjected-female-genital.

World Health Organization. "Female Genital Mutilation." World Health Organization, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation.

"Strengthening Alliances and Building Movements to End Female Genital Mutilation." World Health Organization, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, www.who.int/news/item/06-02-2025-strengthening-alliances-and-building-movements-to-end-female-genital-mutilation.